আসানসোলে আধুনিক যন্ত্রে উঠল বাড়ি

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ঃ প্রবাদ আছে গোরুর গরু গাছে উঠে। ছম এখানে গরু গাছে নয়, আস্ত একটা দোতলা বাড়ি মাটি থেকে তিন ফুট উপরে উঠছে। ভাবছেন কিভাবে। হ্যাঁ এমনটাই বাস্তবে করা হচ্ছে আসানসোলের মিহিশিলাতে। বাড়ি না ভেঙেই অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার অনন্য নজিরের সাক্ষী থাকলো আসানসোলের ৮৫ নং ওয়ার্ড তথা মহিশীলা সানভিউ পার্কের মানুষ। পেশায় শিক্ষক বিকাশ চন্দ্র সাধু ২০০৩ সালে সানভিউ পার্কে বাড়ি তৈরি করার পর পরবর্তী ক্ষেত্রে পুরসভার ও এলাকার রাস্তাঘাট তৈরি হলে রাস্তার থেকে বাড়ির মেঝে নিচু হয়ে যাওয়ায় বর্ষায় বাড়িতে রাস্তা ও নর্দমার জল ঢুকে যাওয়ার সমস্যা তৈরি হয়। বিগত দু-তিন বছর ধরে এই সমস্যায় ভোগার পর তিনি সিদ্ধান্ত নেন, বাড়িটি না ভেঙে নতুন করে বাড়ির মেঝের উচ্চতা বাড়াবেন। সে কারণে অনলাইনে তিনি ভারতে একাজে বিশারদ ও অভিজ্ঞ হরিয়ানার একটি সংস্থার সাথে সংযোগ করেন। ওই সংস্থা বাড়ি না ভেঙে ও বাড়ির কোনো ক্ষতিসাধন না করে মেঝের উচ্চতা বাড়ানোর কাজে ১০০ শতাংশ গ্যারান্টি দিয়ে কোর্ট পেপারে চুক্তি করতে সম্মত হলে। বিকাশ সাধু উৎসাহিত হন। শেষ পর্যন্ত ৩০ আগস্ট সংস্থার ২৬ জন কর্মী প্রায় ১৫০টি জ্যাকের সাহায্যে বাড়িটি লিফটিং-এর কাজে নেমে পড়েন। সংস্থার সুপারভাইজার কৃষ্ণমার বলেন, প্রতিদিন ১ ফুট করে বাড়িটিকে মাটি থেকে তোলা হবে। এভাবে ৪ দিনে চার ফুট উচ্চতা বাড়ানো হবে বাড়িটির নীচ থেকে। এভাবে সম্পূর্ণ ১৭৫০ স্কোয়ার ফুটের দ্বিতল বাড়িটির কোনো ক্ষতি না হয়ে মাটি ছেড়ে যাওয়ায় স্থানীয় লোকেদের মধ্যে উৎসাহ ছড়িয়ে পড়ে। তারা ঘটনার সাক্ষী থাকতে এলাকায় ভিড় করেন। বাড়ির মালিক বিকাশ চন্দ্র সাধু বলেন, আমি অনলাইনে এই সংস্থার সাথে যোগাযোগ করি। তারা বলেছেন বাড়িটির কোন ক্ষতি হবে না। এখন সংস্থার পক্ষ থেকে কাজ করা শুরু হয়েছে।

ফোনে ব্যস্ত দিদিমণি আর শিশুতে কাটে সবজি

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ কি খুঁকি কার জন্য সবজি কাটছো? পুতুলের জন্য? খুঁকি বলে কি বোকা তুমি গো। আমি সবজি কাটছি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জন্য। আমরা সবাই খাবো তাই দিদিমণি বলে সবজি কেটে রাখ। তা তোমার দিদিমণি কোথায়? ওই যে ফোন করছে না ওই হচ্ছে আমাদের দিদিমণি। আর সহায়িকা? আচ্ছা বোকা গো তুমি? তোমার সামনে দিদিমণির পিছনে যে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই হচ্ছে আমাদের অঙ্গনওয়াড়ির সহায়িকা। হ্যাঁ এ ছবি প্রতিদিনের। বড়জোড়া ব্লকের বেলিয়াতোর থানার বৃন্দাবনপুরে দিদিমণি শম্পা চট্টোপাধ্যায় ফোনে ব্যস্ত আর দিদিমণির সাথে থাকেন তার সহায়িকা। পালা করে অঙ্গনওয়াড়িতে পড়তে আসা শিশুরা সবজি কাটে নিত্যদিন।

কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্পনীতির প্রতিবাদে নামছে তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ শুক্রবার পশ্চিম বর্ধমান জেলার আইএনটিটিইউসি-র নবনিযুক্ত সভাপতি তথা দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস বিধায়ক কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্পনীতির বিরুদ্ধে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার গেটের বাইরে বিক্ষোভ সমাবেশ করবেন। শ্রমিকদের দাবি দাওয়া নিয়ে এই আন্দোলনের পিছনে যে কোথাও কারখানায় ক্ষমতা দখলের লড়াই সেই প্রতিবাদন প্রকাশের ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই সতিটা বেরিয়ে এল। বিশ্বনাথ পাড়িয়ালের সভার আগেই আইএনটিটিইউসি-র নামাঙ্কিত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি সম্বলিত আরও একটি পোষ্টারকে ঘিরে চাঞ্চল্য দুর্গাপুরের শ্রমিক মহলে। সেই পোষ্টারে স্পষ্ট করে লেখা আজ যে যে ইস্যুতে আইএনটিটিইউসি-র জেলা সভাপতির দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার গেটের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ প্রায় সেই একই ইস্যুতে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার গেটের বাইরে আইএনটিটিইউসি-র

ডাকে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর বেলা ৩টের সময় বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দিয়েছে। কিন্তু কারা এই পোষ্টার দিল? এরা কারা? উত্তরে বিশ্বনাথ পাড়িয়াল ফোনে প্রতিবেদককে জানান, কারা এরা বুঝতে পারছেন না? এরা সেইসমস্ত ধান্দাবাজ যারা কারখানাগুলোতে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে নিজেদের আখের গুছিয়েছেন। এখন এদের স্বমূলে উৎপাটন করে শ্রমিক স্বার্থ রক্ষায় আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলার জননেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী যে দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন তা পালন করতে দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন করব। তাই এই পোষ্টার যে বিভ্রান্তি ছড়াতে এবং ভয় পেয়ে দেওয়া হয়েছে তা স্পষ্ট। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার গেটের বাইরে এদিন বিশ্বনাথ পাড়িয়ালের সমাবেশকে ঘিরে টানটান উত্তেজনা। কারখানার ভেতরে এতদিন যারা ঠিকা কর্মীদের নিয়োগ থেকে তাদের দায়িত্ব সামলেছেন সেই প্রাক্তন আইএনটিটিইউসি-র জেলা সভাপতি প্রভাত চ্যাটার্জীর অনুগামীরা তারা আজও কারখানার ভেতরে কড়া নজরে রাখছেন ঠিকা কর্মীদের দিকে। কারণ যে ঠিকা কর্মীরা বর্তমানে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় কাজ করছেন তারা কিন্তু এই প্রভাত চ্যাটার্জীর অনুগামীদের হাত ধরেই কারখানায় কাজ করছেন। তাই তাদের এদিন বিক্ষোভ সমাবেশে যাওয়া আর না যাওয়া দুপক্ষের কাছেই কি ফ্যাক্টর।

পদের বাসনায় সোশ্যাল মিডিয়ায় গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে সিটুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ পদের বাসনায় দুর্গাপুরের সিটুর মধ্যে চরম গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে 'বাম' দুর্গাপুরের মধ্যে। ডিএসপি এবং এএসপি-র ঠিকাকর্মীদের উপর লাঠি ঘোরানোর আধিপত্য ডিএসপি-র ভিতর তৃণমূলকে সাইনবোর্ড সর্বস্ব করে তোলার প্রধান কারিগর প্রভাত চট্টোপাধ্যায়ের হাত থেকে চলে যাচ্ছে কিনা এই জল্পনাকে ছাড়িয়ে এখন সিটুর ঘরোয়া কোন্দল সবার মুখেমুখে। অবশ্য সিটুর প্রবীণ সদস্যরা বলছেন, সিটুর ঘরোয়া কোন্দল নতুন নয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বেশ কয়েকজন প্রবীণ সিটু নেতার মতে, সেই দিলীপ মজুমদার বনাম জীবন রায়ের কাল থেকেই চলে আসছে এবং দলের রাজ্য কমিটির লবিবাজির বদান্যতায় তা বহুকাল ধরেই ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ হয়েছে। কিন্তু কি এমন ঘটল যে সিটুর মত শ্রমিক সংগঠনের এক নেতা প্রকাশ্যে হোয়াটস্ অ্যাপে সংগঠনের আর এক নেতার নাম না করে ভয়ঙ্কর অভিযোগ তুললেন? হতাশা নাকি অন্যকিছু? পশ্চিম বর্ধমান জেলার সিপিএম এখন চরম গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জীর্ণ। সিন্ডিকেট আর ঠিকাদারি এই দলের নিচুতলার কর্মী এবং নেতাদের শেষ ঠিকানা। সম্পাদকমন্ডলীতে স্থান না হওয়ায় চরম ক্ষোভে ফুঁসছে দুর্গাপুরের নেতারা। সূত্রের খবর, সুজন চক্রবর্তীর মাধ্যমে আলিমুদ্দিন একটা রফাসূত্র খোঁজার চেষ্টা চালাচ্ছে কিন্তু তা এখনও অধরা। এরমধ্যেই হোয়াটস্ অ্যাপ বোমা আপাতত বামেদের ঘর গরম রেখেছে। এসডব্লুএফআই-এর

কনফারেন্স মাস চারেক বাদেই। আর তা দখলের কারণেই চলছে একপ্রকার মহাভার। ৪ সেপ্টেম্বর নীতি আয়োগের প্রতিনিধিরা আসবেন আর যদি কনফারেন্সের আগে দুর্গাপুরের এই লবি এএসপি নিয়ে সামান্যতম লাভ তুলতে পারে তবে এসডব্লুএফআই তে এই সর্বভারতীয় নেতার ছড়ি ঘোরানোর ক্ষমতা কমে যাবে। আর সেই কারণেই কি এই হোয়াটস্ অ্যাপ বোমা এই জল্পনায় মশগুল 'বাম দুর্গাপুর'। কিন্তু হোয়াটস্ অ্যাপ বোমাতে কি এমন আছে? বেশ ভয়ঙ্কর। সিটু অনুমোদিত স্টিল ওয়ার্কাস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক প্রবীর দাস দুর্গাপুরের সিটুর এক প্রবীণ নেতাকে 'বদ্ধ বিশেষজ্ঞ' বলে আখ্যা দিয়ে বলেছেন এই প্রবীণ সিটু নেতা বিজেপির মন্ত্রী 'নবীন বদ্ধ বিশেষজ্ঞ' বাবুল সুপ্রিয়র হাত ধরে এএসপি বিলগ্নীকরণের চক্রান্ত করেছেন। ৪ সেপ্টেম্বর নীতি আয়োগের প্রতিনিধিদের নিয়ে এসে প্ল্যান্ট পরিদর্শনের ব্যবস্থা করেছেন। সর্বভারতীয় এই নেতা দুর্গাপুরের এই প্রবীণ সিটু নেতাকে আরও বেশ কয়েকটি কারখানা বন্ধ হওয়ার জন্য দায়ি করেছেন। এএসপি বিলগ্নীকরণে মরীয়া বিজেপি সরকার। মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় কাঁকসায় জানিয়ে ছিলেন বিলগ্নীকরণ কর্মসংস্থান নিয়ে আসবে মিশ্র ইস্পাত কারখানায়। কিন্তু বিধিবাম বিজেপির। গ্রোবাল টেন্ডার হলেও কেউ কিনতে আসেনি। এদিকে বিলগ্নীকরণের বিরুদ্ধে তৃণমূলের ৮৫ দিন অবস্থান সিটু এবং বিজেপিকে আতান্তরে ফেলে দেয়। দুর্গাপুরের সিটু নেতারা হাত ধরেন গায়কমন্ত্রী তথা বিলগ্নীকরণের সমর্থক বাবুলের বাঁশকোপার হোটেলে। পরে শ্রমিক আন্দোলনের জনাই বাংলার এই দুরবস্থা তত্ত্বে বিশ্বাসী বাবুলের মাধ্যমে নীতিআয়োগের প্ল্যান্ট পরিদর্শনে আসার খবরে খুশির জোয়ারে ভেসে যাওয়া সিটু নেতৃত্বকে এক ঝাপ্টায় প্রবীর বাবু চরম বেকায়দায় ফেলে দেয় তৃণমূলের হাতে চরম অস্ত্র তুলে দিয়ে। প্রশ্ন উঠছে সর্বভারতীয় সিটু কেন সেদিন দুর্গাপুরের সিটুকে থামিয়ে দেয় নি। প্রবীণ নেতার থেকে তো জেলা সিটু সম্পাদক বংশগোপাল চৌধুরী কি ক্ষমতা বেশি ধরেন। তবে কেন তিনি রাশ টেনে ধরেন নি তিনি? বাম দুর্গাপুর কিন্তু বলছে, সিটু সেদিন তৃণমূলের অবস্থান আন্দোলনের ধাক্কায় বেসামাল হয়ে ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমেছিলেন বিলগ্নীকরণের সমর্থক মন্ত্রী বাবুলের হাত ধরে। সবটাই দলের মদতে এবং চোখের সামনেই ঘটে তাই এই হোয়াটস্ অ্যাপ বোমা পদের জন্য গোষ্ঠীকোন্দল ছাড়া আর কিছুই নয় বলে মনে করছে 'বাম দুর্গাপুর'।

জাতীয় সড়কের বেহাল দশা, প্রতিবাদে পথ অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ পান্ডবেশ্বর থানা এলাকার ফুলবাগান মোড়ে রেলগেটের দুদিকের ১০০ মিটার করে মোট ২০০ মিটার রাস্তা আদপে রাস্তা নাকি জলপূর্ণ খাল-বিল বোঝা দায়। গভীর খানাখন্দে ভর্তি এই রাস্তায় সামান্য বৃষ্টি হলেই এই রাস্তা জলাশয়ে পরিণত হচ্ছে। সিউড়ি থেকে রানীগঞ্জ হয়ে যে ৬০ নং জাতীয় সড়ক যাচ্ছে সেই জাতীয় সড়কের এই সামান্য রাস্তাটুকু দেখভালের দায় রেলের ওপর। অথচ রেল কর্তৃপক্ষ উদাসীন। আর তার জেরেই এই রাস্তায় প্রায় প্রতিদিন নিয়ম করে ঘটছে দুর্ঘটনা। এর আগে এই রাস্তা সংস্কারের দাবিতে শাসকদলের পক্ষ থেকে আন্দোলন হলেও তাতেও কর্ণপাত করেনি রেল কর্তৃপক্ষ। এবার আজনতা রাস্তা সংস্কারের দাবিতে সকাল থেকে রাস্তা অবরোধ করেছে। এই মুহূর্তে বহু গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে রাস্তায়। এলাকার মানুষের দাবি, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই রাস্তায় যাতায়াত করছে তাদের পরিবার। তাই রেল কর্তৃপক্ষ যতক্ষণ পর্যন্ত না এসে এই রাস্তা সংস্কারের লিখিত আশ্বাস দিচ্ছেন ততক্ষণ তারা অবরোধ চালিয়ে যাবেন। ঘটনাস্থলে পান্ডবেশ্বর থানার পুলিশ পৌঁছায়।

বন্ধ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব কারখানার গেটের বাইরে ময়াল সাপকে ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ দুর্গাপুরের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব এমএএমসি কারখানা বন্ধ হয়ে যায় ২০০২ সালে। দীর্ঘ ১৬ বছর বন্ধ কারখানার ভেতরে এখন গভীর জঙ্গল আর আগাছাপূর্ণ। সেই বন্ধ কারখানার গেটের উল্টো দিকে এসবিআই ব্যাঙ্কের শাখার বাইরে হঠাৎ একটি পূর্ণবয়স্ক প্রায় ৯ ফুট লম্বা ময়াল সাপকে দেখতে পান স্থানীয় এক যুবক। বিদ্যুৎ তরঙ্গের মত সে খবর ছড়িয়ে পড়তেই ময়াল দেখতে ভিড় বাড়ে। খবর যায় বনদপ্তরে। বনদপ্তরের কর্মীরা ময়াল সাপটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। সুস্থ থাকায় তাকে কাঁকসার জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়। দুর্গাপুরের বনাধিকারিক মিলনকান্তি মন্ডল বলেন, বৃষ্টি হওয়ার কারণে এরা বেরিয়ে পড়ছে। গত সপ্তাহে ডিপিএল কারখানায় দুটি উদ্ধারের পরে এদিন একটি উদ্ধার হয়েছে। জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাদের। উল্লেখ্য, এমএএমসি কারখানার ভেতরে বিভিন্ন প্রজাতির বিষাক্ত সাপের বাস এখন। ভেতরের ঘনজঙ্গল থাকার কারণে এক্সময়ের বৃহত্তম এই কারখানা বর্তমানে জন্তু জানোয়ারদের নিরাপদভূমি।

নিখোঁজের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ গত তিন দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন অন্ডাল থানার শ্রীরামপুর মানার বাসিন্দা হরি দয়াল চৌধুরী (৬০)। গত বুধবার দিন বাড়ি থেকে রেশন আনবার জন্য বের হন হরিদয়াল চৌধুরী। কিন্তু তিনি আর বাড়ি ফেরেননি। বৃহস্পতিবার অন্ডাল থানায় মৌখিকভাবে এই নিখোঁজ খবর থানা জানাই হরিদয়ালবাবুর পরিবারের লোকজন। শুক্রবার শ্রীরামপুরের মানা এলাকার মানুষ দামোদর নদের চরে মানা এলাকার জঙ্গলের একটা রাস্তার ধারে দেখতে পান হরিদয়ালবাবুর ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ। তার সাইকেলটি মৃতদেহের থেকে একটু দূরে পাওয়া যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, হরিদয়াল বাবুর দুটি স্ত্রী। হরিদয়ালবাবু প্রথম পক্ষের স্ত্রীর কাছেই থাকতেন। প্রথম পক্ষের স্ত্রী দসিয়া দেবী জানান, হরিদয়ালকে খুন করা হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী পদ্মা গড়াই। তিনি রানীগঞ্জে থাকেন। তিনি দাবি করেন, খুন করা হয়েছে তাকে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে অন্ডাল থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। কিন্তু কেন খুন হতে হল এই প্রবীণকে? কারা এর নেপথ্যে? অন্ডাল থানার পুলিশ যদিও এই ঘটনার তদন্তে নেমে অপেক্ষায় ময়নাতদন্তের রিপোর্টের।

উচ্ছেদ বন্ধ করার দাবিতে গণঅবস্থান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ শুক্রবার বর্ধমান শহর জনপ্রিয় হকার্স ইউনিয়নের ডাকে হকার উচ্ছেদ বন্ধ করার দাবিতে নাগরিক গণঅবস্থান অনুষ্ঠিত হল শহরের কার্জন গেটে। উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের কর্মকর্তারা। নাগরিক অবস্থানে অভিযোগ করা হয়েছে যে, দিনের পর দিন বর্ধমান শহরে তারা বিভিন্ন সময়ে উচ্ছেদ হচ্ছেন। এর ফলে ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার চালাতে তারা হিমশিম খাচ্ছেন। এছাড়াও চরম আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হচ্ছেন এ সমস্ত হকাররা তাই অবিলম্বে হকার উচ্ছেদ বন্ধ করার দাবিতে সরব হয়েছেন তারা। অভিযোগ তুলেছেন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং বর্ধমান শহরের পৌরসভার কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে। তাদের দাবি সরকার এবং বর্ধমান পৌরসভা তাদের জন্য কর্মসংস্থানের বিষয়টি ভাবা উচিত। নাগরিক অবস্থানে নেতৃত্ব আশা করছেন যে, বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে দেখবেন প্রশাসনিক এবং পৌরসভার কর্মকর্তারা।

নারকোটিক বিভাগ ৭৫০ কেজি ডোডো উদ্ধার করল পানাগড় থেকে

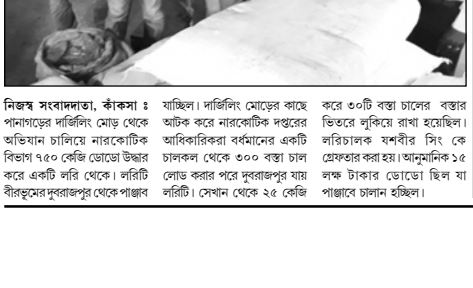

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ পানাগড়ের দার্জিলিং মোড় থেকে অভিযান চালিয়ে নারকোটিক বিভাগ ৭৫০ কেজি ডোডো উদ্ধার করে একটি লরি থেকে। লরিটি বীরভূমের দুবরাজপুর থেকে পাঞ্জাব যাচ্ছিল। দার্জিলিং মোড়ের কাছে আটক করে নারকোটিক দপ্তরের আধিকারিকরা বর্ধমানের একটি চালকল থেকে ৩০০ বস্তা চাল লোড করার পরে দুবরাজপুর যায় লরিটি। সেখান থেকে ২৫ কেজি করে ৩০টি বস্তা চালের বস্তার ভিতরে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। লরিচালক যশবীর সিং কে গ্রেফতার করা হয়। আনুমানিক ১৫ লক্ষ টাকার ডোডো ছিল যা পাঞ্জাবে চালান হচ্ছিল।

সাধু বাউল ও ফকির মেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নবদ্বীপ ঃ নবদ্বীপ পৌরসভার সার্ধ শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে নবদ্বীপ প্রত্যপনগরে অনুষ্ঠিত হল সাধু বাউল ও ফকির মেলা। ফকির মেলা মিলন সমিতির উদ্যোগে এই মেলার উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধায়ক পুন্ডরীকাক্ষ সাহা। উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান বিমানকৃষ্ণ সাহা, ভাইস চেয়ারম্যান শচিন বসাক, স্থানীয় কাউন্সিলর সুকুমার রাজবংশী-সহ পৌরসভার সমস্ত কাউন্সিলর ও বিশিষ্টজনেরা। মিলন সমিতির প্রধান কর্ণধার স্বপন আচার্য জানিয়েছেন যে, বিশ্ববিখ্যাত ডুগগী বাদক ও বাউলশিল্পী তিনকড়ি চক্রবর্তী স্মরণে এই ফকির মেলাটি অনুষ্ঠিত হল। এই মিলন মেলাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একাধিক বাউল ফকির শিল্পীরা উপস্থিত হয়েছিলেন এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

ডাঃ অশোক কুমার নন্দী
MBBS, MD, FIAMS
Regd. No.- 54156 (WBMC)
রোগী দেখছেন : স্পন্দনে হেলথ্ পয়েন্ট-এ
লিংক রোড, আরামবাগ, হুগলি
সময়- সকাল ১০.৩০ মি. থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত।
যোগাযোগ ঃ 9732228783, 9775034533

এম. এ. গণি হাসপাতাল
বেন্টি রোড, আরামবাগ, হুগলি
দিবারাত্রী রোগী ভর্তির সুব্যবস্থা আছে।
বিঃ দ্রঃ- স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হোল্ডারদের এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।
Mobile : 9609538713, 9775781615
Phone : 03211 - 255 222